Sanatan Dharma

অস্পমার(পাপ পুরুষ) কাকে বলে ?

সৃষ্টির সময় থেকে সৃষ্টির অন্ত পর্যন্ত যে মায়া শক্তির দ্বারা জড় জগতের জন্ম মৃত্যু চক্রকে নিম্নগামীতা প্রদান করে, সেই আসুরিক শক্তির নাম অস্পমার(পাপ পুরুষ) ।

অস্পমার(পাপ পুরুষ) এমন একটি পাশবিক বা আসুরিক শক্তি যে সর্ব জীবকে সর্বদা নিম্নগামীতা প্রদান করে। কোনো কারনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ করতে দেয় না।
পূর্বক্ত জড় জগতের ওই ৩০টি বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব বা আধিপত্য বা রাজত্ব করে এই অস্পমার(পাপ পুরুষ)।

□ শরীর:-
১. স্থূল শরীর
২. সূক্ষ্ম শরীর

□ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়:-
৩. চক্ষু
৪. কর্ণ
৫. নাসিকা
৬. জিহ্বা
7. ত্বক

□ পঞ্চ তন্মাত্র:-
৮. রূপ
৯. রস
১০. শব্দ
১১. গন্ধ
১২. স্পর্শ

□ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়:-
১৩. বাক (মুখ)
১৪. পানি (হাত)
১৫. পাদ(পা)
১৬. পায়ু (মলদ্বার)
১৭. উপস্থ (মূত্রদ্বার)

----

১৮. মন (কর্ম উৎপন্নকারী জননী)

Published on: Jan, 19 2023 16:33

১৯. সত্ত্বগুণ
২০. রজোগুণ
২১. তমোগুণ
২২. আসক্তি
২৩. সংবেদনশীলতা
২৪. স্মৃতি ও মেধা

□ ষড়রিপু:-
২৫. কাম
২৬. ক্রোধ
২৭. লোভ
২৮. মোহ
২৯. মদ
৩০. মাৎসর্য

প্রতিটি জীবকে অজ্ঞান, অন্ধকার, ভ্রম - এর মধ্যে ঘুরিয়ে রাখে মায়া শক্তির প্রভাবে। এবং প্রত্যেকে জীবকে জ্ঞান, বিকাশ, ধর্ম, বিবেক-এর রাস্তাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নিম্নগামীতার দিকে টেনে রাখে। এবং কোনো কারণে জীবকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়না। প্রতি মিলি সেকেন্ডে এর কার্যকারিতা প্রত্যেকে জীবের উপর বিদ্যমান থাকে। এই অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) কখনোই মারা বা পূর্নরূপে সমাপ্ত করা কখনো সম্ভব নয়। সৃষ্টি, যতদিন আছে, ততদিন এই অস্পমার(পাপ পুরুষ) থাকবে।

অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) মারা যায় না বা পূর্ণরূপে সমাপ্ত করা সম্ভব নয়, কিন্তু তার প্রভাব থেকে, তার থেকে নিজেকে মুক্ত করা অবশ্যই সম্ভব।
ভগবান যেমন সমস্ত জীবের মধ্যে দিব্যতা নিয়ে বাস করেন, ঠিক একইভাবে অস্পমার(পাপ পুরুষ) সব জীবের অন্তরের বহিরাবরণে এবং ওই ৩০টি বিষয়ের উপর নিত্য বাস করে।

ভগবান দিব্যতার প্রতীক এবং অস্পমার(পাপ পুরুষ) অসুরতার প্রতীক।

ভগবান সর্ব জীবের ভেতরে থেকে দুটি ভূমিকা পালন করেন:- □ প্রতিটি জীবের অন্তরে থেকে দ্রষ্টার কাজ করেন এবং □ কর্মফলদাতার কাজ করেন।
কিন্তু অস্পমার(পাপ পুরুষ) প্রতিটি মিলি সেকেন্ড তার আসুরিক শক্তি ও নিম্নগামীতা পালন করে এই ৩০টি বিষয়ের উপর দক্ষতা প্রদান করতে থাকে। এটি অস্পমারের(পাপ পুরুষ) ভূমিকা এবং এই ভূমিকা অস্পমার(পাপ পুরুষ) সর্ব জীবের মধ্যে সর্বদা পালন করে চলে। অর্থাৎ অস্পমার(পাপ পুরুষ) প্রতি মুহূর্তে তার কার্যকারিতা এই ৩০ টি বিষয়ের মাধ্যমে করে, জীবকে সর্বদা সর্ব দিক থেকে পশুত্বের বা অসুরত্বের দিকে নিয়ে যায় এবং প্রকৃত সত্যকে জানতে দেয়না।

যতদিন না আমাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর এবং ৩০টি বিষয় অস্পমার(পাপ পুরুষ) পরিত্যাগ না করছে, ততক্ষণ কোনো ব্যক্তি পাপমুক্ত নয়। ততক্ষন দেহশুদ্ধি হয় না এবং সেই জীবকে শুদ্ধ জীব বলা যায় না। অর্থাৎ প্রকৃত দেহশুদ্ধি, এই স্থূল শরীরের

ওপর সাবান জল দিয়ে স্নান করলেই হয়না, যতক্ষণ না প্রকৃত অন্তরের শুদ্ধি হচ্ছে, অর্থাৎ যতদিন না এই অস্পমার(পাপ পুরুষ) স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর এবং ৩০টি বিষয় থেকে পূর্ণ রূপে বেরিয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ অবধি প্রকৃত রূপে শুদ্ধ হওয়া যায়না।

Published on: Jan, 19 2023 16:33